R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ.
২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২০শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
৭ই অক্টোবর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

প্রশাসনিক তৎপরতায় নির্বিঘ্ন নিরঞ্জন রাত্রি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২ অক্টোবর বিজয়া উৎসবে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে দক্ষ প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যায়। ফলশ্রুতি এ বছর গঙ্গা বক্ষে প্রতিমা বিসর্জনের রাত্রিতে কোন অশান্তি দেখা যায়নি। স্থানীয় প্রশাসনিক প্রধান মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পুলিশকে সবদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে দেখা যায়। অপরাহ্ন থেকেই সদর ঘাট কারমাইকেল রোডের পার্শ্বে পুলিশ ক্যাম্প বসে। মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার উভয়েই গঙ্গার উভয় তীরে ঘুরে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে তৎপর হন। সকাল থেকে প্রচারের মাধ্যমে মাইক ব্যবহারের অনুমতি যাতে সকলে গ্রহণ করেন তার জন্য সরকারী ঘোষণা করা হয়। সে কারণে অন্য বারের মত মাইকের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা কাউকে ভোগ করতে হয়নি। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিমাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নৌকায় বা গঙ্গার তীরে রেখে দর্শনার্থীদের দর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রশাসন জনগণের কাছে রাতের অন্ধকারে গঙ্গায় বাঁইচ না করতে অনুরোধ জানালে জনসাধারণও তাঁদের সে অনুরোধ রক্ষা করেন। সুষ্ঠু প্রশাসনিক তৎপরতা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

আন্দোলনের চাপে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা করতে পারলেন না

অরঙ্গাবাদ : সুতী ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান মহঃ সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা নানান দুর্নীতির অভিযোগে সোচ্চার বলে খবর।

খবরে প্রকাশ, এতদঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার সময়ে প্রধান কোন সভাতো ডাকেনইনি উপরন্তু বন্যাত্রাণ সামগ্রী বিলি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চালিয়েছেন। নির্বাচিত সদস্যদের না ডেকে তাদের সাথে কোন পরামর্শ না করে তিনি দলীয় কিছু লোকের মাধ্যমে নিজের খেয়াল খুশিমত ত্রাণ বন্টন করেন। উক্ত প্রধানের বিরুদ্ধে বনসৃজন প্রকল্পের পনের হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগও উঠে। জেলা প্রোজেক্ট অফিসার ও বিডিওর যৌথ তদন্তে ঐ অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। ঐ সমস্ত কারণে অঞ্চলের বেশ কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষ আর, এস, পি ও সি, পি, এম দলের নেতৃত্বে সমবেত হয়ে গত ২৮ সেপটেম্বর প্রধানকে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ঘেরাও করে ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৭২ হাজার টাকার বিদেশী ডলার, হেরোইন ও বোমাসহ কুখ্যাত ২ ডাকাত ও ১ পার্টি সদস্য গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ৪ অক্টোবর সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ লুথার কলোনীর সুধীর রবিদাসের বাড়ীতে তল্লাশী চালায়। দু'জন কুখ্যাত ডাকাত ঐ বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছে খবর পেয়েই পুলিশের এক সশস্ত্র বাহিনী শ্রীরবিদাসের বাড়ী ঘিরে ফেলে। পুলিশের গন্ধ পেয়ে ডাকাত দু'জন বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশও ওদের পিছনে ধাওয়া করে। পুলিশের চীৎকারে আশপাশের কিছু মাছ ধরা লোক ডাকাত দু'জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। খবরে প্রকাশ, পরে পুলিশী তল্লাশীতে সুধীর রবিদাসের বাড়ী থেকে প্রায় দু' কেজি হেরোইন, বাহাত্তর হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী ডলার ও কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। সুধীর রবিদাসকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

ডাকত দু'জন লালগোলার অধিবাসী। শ্রীরবিদাস একজন প্রাথমিক শিক্ষক। ডাক বাংলোর মোড়ে তাঁর একটি জুতোর কারখানা আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, বেশ কিছু দিন ধরে তাঁর চালচলনে সকলের মনে নানা সন্দেহ জাগে। কিন্তু প্রভাবশালী সুধীর রবিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে কেউ সাহস পাননি। সংবাদে আরও প্রকাশ, শ্রীরবিদাস স্থানীয় সি, পি, এম পার্টির লোক্যাল কমিটির সদস্য। সে কারণে নাকি মামলাটি ধামা চাপা দেবার জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সাগরদীঘি ব্লকের চাষীরা অসহায় বোধ করছেন

সাগরদীঘি : এ বছরের প্রবল বর্ষণ ও বন্যার কবলে এই ব্লকের প্রায় জমির সজ্জা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চাষীরা অসহায় বোধ করছেন। তার উপর যে সব সব্জী এখনও কোন রকমে টিকে আছে তাতে পোকা লাগার খবর পাওয়া যাচ্ছে। অসহায় চাষীরা আরো জানাচ্ছেন বিনা মূল্যে ব্লক থেকে কীটনাশক ওষুধপত্র না বিলি করলে কোন ফসলই রক্ষা পাবে না। তাঁদের আরো অভিযোগ, সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি বিভাগ ঠিকমত কাজ না করায় তাঁদেরকে নানান অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কৃষি কর্মীরা গত আষাঢ় মাসে কলাই এর মিনি কীট জেলা কৃষি বিভাগ থেকে পাওয়া সত্ত্বেও বিলি না করে বস্তা বন্দী অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। চাষীদের অভিযোগ—ঐ মিনি কীট আষাঢ় শ্রাবণে পাওয়া গেলে তাঁরা চাষ করে লাভবান হতে পারতেন। কিন্তু এই আশ্বিনের শেষে কিংবা কার্ত্তিকে মিনি কীট পাওয়া গেলে চাষ করা যাবে না। অন্য দিকে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য নারকেল চারাগুলিও বিলি না হয়ে ব্লকের গুদাম ঘরে শুকাচ্ছে বলে প্রকাশ। বিক্ষুব্ধ চাষীদের উক্তি—পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্রন্ট সরকার আমাদের উন্নতির চেষ্টা করলেও কর্মীদের অবহেলায় তার সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে না।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আশ্বিন, বুধবার ১৩৯৪ সাল

মা চলিয়া গেলেন

চারিদিনের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া কৈলাস গৃহিণী মা দশভূজা কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আগমনের প্রাক মুহূর্ত্তে সমগ্র দেশের উপর দিয়া বহিয়া গেল প্রবল বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, অভূতপূর্ব বর্ষণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হইয়া সেবাশিবিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। তাহারই মধ্যে বাজিয়া উঠিল মাতৃ আগমনের বোধন সঙ্গীত। আবাহনের মন্ত্রে ভরিয়া উঠিল আকাশ বাতাস। মণ্ডপে মণ্ডপে দেখা গেল আলোর ঝলকানি। ঢাক ঢোলের বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত হইল আকাশ। যাহারা সব হারাইয়াছে, হারাইয়াছে গৃহ, সন্তান, গবাদি-পশু এবং বর্ত্তমানের সকল প্রকার সঞ্চয়, যাহাদের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে আবৃত, তাহাদের চোখের জল মুছাইয়া দেওয়া সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সেই কর্তব্যকর্মে অবহেলা অবশ্যম্ভাবীভাবে দৃষ্ট হইল। যুবশক্তি, তারুণ্য প্রতিভা মাতিয়া উঠিল উৎসবানন্দে। বন্যাবিধ্বস্ত হতভাগ্যদের লইয়া চিন্তা করিবার অবকাশ কাহারও রহিল না। গুটিকয় রাজনৈতিক সেবাব্রতীদের হাতে দুর্গতদের ভাগ্য সমর্পিত করিয়া দেশের অধিকাংশ মানুষই মাতৃ পুজার উৎসবে গা ভাসাইয়া দিলেন। রাজনৈতিক সেবাব্রতীরাও সুযোগ মতো আপন আপন দলের প্রচার কার্য্যই বেশী করিতেছেন দেখা গেল। জনসেবা অপেক্ষা দুর্গতদের মধ্যে আপন দলের মহিমা কীর্ত্তনই উদ্দেশ্য হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। সংবাদপত্রে ও দলগত প্রচার পত্রের মাধ্যমে কোন দল আর্ত্তর সেবায় বেশী একনিষ্ঠ তাহাই ঢক্কানিনাদে প্রচার করিতে সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে লক্ষ্য করা গেল। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঐ মানুষগুলি তাহাদের ভোটপত্রে যেন ঐ দলের প্রতিনিধির পার্শ্বে ক্রশ চিহ্ন দেয় তাহার দিকে দৃষ্টি দিয়া তাহারা সেবা করিতে থাকিলেন। স্বার্থচিন্তা লইয়া আর্তের সেবা করা যায় না একথা সকল দলই বিস্মৃত হইলেন। ইঁহারা ভুলিয়া গেলেন যদি সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হইয়া মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট হইতে পারিতেন তবে এই ভয়ঙ্কর দুর্দশার মধ্যে আর্তেরা বুঝিতে পারিত তাহাদের পার্শ্বে দেশের সকল মানুষ দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহাদের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার দাপটে আবার ভবিষ্যতে তাহারা দুঃখদৈন্য হইতে সহজেই উদ্ধার পাইবে। কিন্তু তাহা হইল কই! দেশের মানুষের একাংশ মাতৃপূজার উৎসব লইয়া মাতিয়া থাকিলেন। অপরাংশ দলাদলিতে মত্ত হইয়া যথোচিত কর্ত্তব্যে অবহেলায় মগ্ন হইলেন। ফলশ্রুতি দেখা যাইতেছে মা আসিলেন দুর্য্যোগ লইয়া, চলিয়া গেলেন তাঁহার চারিপার্শ্বে দুর্গত সন্তানদের ক্রন্দনধ্বনি উপেক্ষা করিয়া। মণ্ডপে মণ্ডপে উচ্চারিত হইল "পুনরাগমনায় চ" মন্ত্র। আর উন্মুক্ত আকাশতলে পড়িয়া থাকা আর্ত সন্তানদের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল—মাগো আর আসিস না। তোর উৎসবে মাতিয়া যাহারা আর্তের সেবায় অবহেলা করিল তাহাদেরকে মানুষ না বলিয়া অসুর বোধহয় কেন নিশ্চিতই বলা যায়। আসুরিক সেই পূজায় তোকেও তো নির্দয় নির্মম করে দেবে মা।

দুর্গা মূর্ত্তি ও শক্তি কল্পনা—ধর্ম সমন্বয় ও সংঘ শক্তির দ্যোতক

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যান অনুধাবন করলে একথাই মনে জাগে যে দুর্গামূর্ত্তির ও শক্তির কল্পনা সে যুগে ধর্ম সমন্বয় ও সংঘ শক্তির দ্যোতক। প্রাচীনকালে হিন্দু দেবদেবীর তেত্রিশ কোটি রূপের কল্পনা ও পূজার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও পূজার আচার অনুষ্ঠান। ফলে সামাজিক দৃঢ়তা স্বভাবতঃই নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। অসুর বা অধার্মিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বহুধা বিভক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ অসুর বা অধার্মিকদের দ্বারা বিজিত হয়ে সমাজচ্যুত ব্রাত্য হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এইক্ষণে তারা অনুভব করে ধর্মসমন্বয় ও সংঘ শক্তির প্রয়োজনীয়তা। তারা বোঝে যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোনদিনই আর তারা ফিরে পাবে না। ফলশ্রুতি কার্য্যসিদ্ধির উপায় চিন্তনে প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মনেতাগণ গোপনে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে এক নব ধর্ম মত যা সর্ব ধর্মসমন্বয় সূচক কোন ইষ্ট দেবমূর্ত্তি ও সকলের গ্রহণযোগ্য পূজা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, তার রূপরেখা আবিষ্কারে যত্নবান হলেন। সকল ধর্মসম্প্রদায় তাদের অহেতুক গরিমারূপ পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে এই দেবমূর্ত্তির ও শক্তির রচনা করায় সেই দেবমূর্ত্তি নারীমূর্ত্তিতে কল্পিত হলো। সকল সম্প্রদায়ের আশাদিত দেবমূর্ত্তির এক একটি অঙ্গ নিয়ে এবং তাঁদের শক্তির প্রকাশক প্রধান আয়ুধটিকে গ্রহণ করে অপরূপা এই দেবী মূর্ত্তি দুর্গারূপে কল্পিত হলেন। ধর্মের বিবাদ দূরীভূত হলো, সর্ব ধর্ম সমন্বয় ঘটলো। জন্ম হলো সম্মিলিত সংঘ শক্তির। অধর্মের বিনাশ ঘটলো। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো এককেন্দ্রীভূত নূতন ধর্মচেতনার। এই তথ্য টুকু চণ্ডীর নিম্নবর্ণিত শ্লোক বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুভূত হবে।

"ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটি কুটিলাননৌ॥
ততো অতি কোপ পূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজ স্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালা ব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজং সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোক ত্রয়ন্ত্বিষা॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনা জায়তে তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গু ল্যোহর্ক তেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্য স্তুদন্তাঃ সম্ভুতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়ন ত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবক তেজসা॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাব নিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি সমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষাদ্দিতাঃ॥

এরপর বর্ণনায় সেই দেবীমূর্ত্তিকে বিভিন্ন আয়ুধসজ্জিতা করা হয়েছে—

রুদ্র দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন দাহিকা শক্তি, পবন দিলেন ধনুর্বান ও তূণ, বজ্র দিলেন ইন্দ্র, ইন্দ্র আরো দিলেন ঐরাবতের কণ্ঠস্থিত ঘণ্টা, যম দিলেন তাঁর পাশদণ্ড। এইরূপে সকল দেবতার বিশেষ বিশেষ আয়ুধ। গিরিরাজ হিমালয় দিলেন পশুরাজ সিংহ দেবীর বাহনরূপে। নাগরাজ অনন্ত তাঁর নাগগণকে দান করলেন দেবীর সাহায্যকারী হিসাবে। অর্থাৎ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সকল দেব কল্পনার সার অংশ দিয়ে গঠিত হলো এক নব দেবীমূর্ত্তি। তাঁর পূজার্চ্চনায় তাই রইলো সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। উপাচারের মধ্যে সে কারণেই বেশ্যা বাড়ীর মৃত্তিকা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সকল উপাচারই থাকে। সকল জাতির উচ্চবর্ণ হতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয় এক এক জাতীয় সামগ্রী।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : MURSHIDABAD (W. B.)

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/ WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 5-10-87 to 7-11-87 from 9·00 to 12·00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt. of EMD cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Construction of work shop & office building for Coal Handling Plant at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 982/T-78/87	12·5 Lakhs	Rs. 25,000/- Rs. 100/-	8 (Eight) months	9-11-87 at 3 p. m.
2.	Annual maintenance of road in permanent township of FSTPP at Khejuriaghat. NIT No. FS : 42 : CS : 1542/T-79/87	8·5 Lakhs	Rs. 17,000/- Rs. 50/-	12 (Twelve) months	9-11-87 at 3 p. m.
3.	Annual contract for miscellaneous construction & maintenance works at other than main power house area at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 985/T-80/87	5·0 Lakhs	Rs. 10,000/- Rs. 50/-	12 (Twelve) months	9-11-87 at 3 p. m.
4.	Outdoor lighting around different installation in Coal Handling Plant area of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 986/T 81/87	0·4 Lakh	Rs. 800/- Rs. 25/-	3 (Three) months	9-11-87 at 3 p. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs.................. enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. For sl no.4, tender must have valid electrical contractor's licence.
6. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Senior Engineer (Contracts),
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

এস ডি জে এমের বাসায় চুরি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রে সাব ডিভিশন্যাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় চুরি হয়। কি চুরি গেছে সে ব্যাপারে পুলিশ কিছু জানাতে পারেনি। চুরির কোন কিনারা করতে না পেরে পুলিশ ফাঁসিতলা পল্লীর কয়েক-জন খেটেখাওয়া মানুষকে সন্দেহের বশে অযথা আটক করে রেখেছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

সভা করতে পারলেন না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদত্যাগ দাবী করে অবস্থান আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেস সমর্থকরা ঐ সময় জনতাকে আক্রমণ করলে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠে। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশী হস্তক্ষেপে প্রধান ঘেরাও মুক্ত হন ও তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সংঘর্ষের সময় দলত্যাগী জনৈক আর এস পি সদস্য লালচাঁদ মণ্ডল নিগৃহীত হন বলে জানা যায়। বামফ্রণ্টের পক্ষে জনৈক নেতা জানান, প্রধানের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত তাঁকে কোন কাজ তাঁরা করতে দেবেন না। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ উক্ত প্রধানকে বি ডি ও-র নির্দেশ ছাড়া কোন সভা না ডাকতে পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানা যায়।

জয়নগরে দুষ্কৃতকারীরা সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি জয়নগর গ্রামে হাঙ্গামা হওয়ার পরপরই মহকুমা শাসকের নির্দেশে রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ পাঠিয়ে গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়। ২ জন হোমগার্ড ও ২ জন পুলিশ ২টি রাইফেল নিয়ে প্রথম দিন রাত্রে ধনপতনগর প্রাথমিক স্কুলে পৌঁছায়। পরের দিন জয়নগরে টহল দেয় ও ক্যাম্প বসাবার জায়গা খোঁজে। প্রকাশ, তারা ঐ দিনই থানায় ফিরে এসে আরো কিছু রাইফেলধারী পুলিশ ছাড়া ক্যাম্প করার অসুবিধার কথা জানায়। তাদের অভিমত, গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ ও দুষ্কৃতকারীরা বেশ ক্ষমতাশালী। ২ জন পুলিশ ও ২ জন হোমগার্ড থাকলে দুষ্কৃতকারীরা যে কোন সময় রাইফেল ছিনতাই করে নিতে পারে। থানা থেকে সে-রকম ব্যবস্থা না করতে পারায় তারা ধনপতনগরেই আস্তানা গেড়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা এক বছর পূর্বে শান্তি-রক্ষার জন্য সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোন দুষ্কৃতকারীকে কেউ প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু সম্প্রতি দুষ্কৃতকারীরা একটি রাজ-নৈতিক দলের মদত পাচ্ছেন বলে নিরীহ গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

ট্রাক আটক, চালক গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ চাঁদপাড়া আদিবাসী গ্রামের পাশে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বি এস এফ বাহিনী সন্দেহক্রমে একটি ট্রাক আটক করে। ঐ ট্রাক থেকে প্রচুর বেআইনী মালের সাথে বিদেশী পিস্তল, কার্তুজ ও কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। অভিযোগে প্রকাশ, চাঁদপাড়া আদিবাসী বিদ্যালয়ের উত্তরে জনৈক ব্যবসা-দারের দোকানে বেশ কিছুদিন ধরে রাতের অন্ধকারে ট্রাকে এই-সব মাল জমা করা হচ্ছিল ও ভোরে সাগরদীঘি হয়ে পাচার করা হচ্ছিল। দিবালোকে ট্রাক-গুলির যাতায়াত কারণে মনে সন্দেহ জাগায়নি। কিন্তু গোপন সূত্রে বি এস এফ এই খবর পায় ও ব্যবসাদারের গুদামের কাছে মালভর্ত্তি ট্রাকটিকে ঠিক যাবার মুখে আটকায়। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শিল্পপতির জীবনাবসান

সংবাদদাতা ঃ মলয় বিড়ি কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিল্পপতি জুরানচন্দ্র সাহা গত ১ অক্টোবর ঝালদায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। সাধারণ কর্মী হিসাবে জীবন শুরু করে মলয় বিড়ি কোং এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর আত্ম-প্রকাশ ঘটে। বিড়ি শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রবাদ পুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ৭ অক্টোবর মহ-কুমার সমস্ত বিড়ি ফ্যাক্টরী বন্ধ রাখা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত